

## আল কুরআন তেলাওয়াতে থামা তথা ওয়াকফ করার নিয়মাবলী

প্রসিদ্ধ কয়েকটি ওয়াকফ'র বিবরণ:

১. ওয়াকফে লাযেম(م): তা ওই স্থানে হয় যেখানে থামা আবশ্যিক। না থামলে অনেক সময় অর্থ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা হয়।

তার চিহ্ন হলো م। এর উপর থেমে পর থেকে শুরু করবে এবং পুনরাবৃত্তি করবে না।

২. ওয়াকফে মুত্বলাক(ط): এখানে থামা উচিত। তার চিহ্ন ط। এর উপরও থেমে পর থেকে শুরু করবে এবং পুনরাবৃত্তি করবে না।

(৩) ওয়াকফে জায়িয়(ج): এখানে থামা না থামা উভয়টি জায়িয়। তার চিহ্ন ج। এর উপর থেমে গেলে পর থেকে শুরু করবে।

(৪) ওয়াকফে মুজাওয়ায(ز): এখানে থামা তো জায়িয় কিন্তু না থামা উত্তম। তার চিহ্ন ز এই চিহ্ন যদি আয়াতের মধ্যখানে হয়।

তবে এর উপর থামলে পুনরাবৃত্তি করা জরুরি। আর তা আয়াতের উপরে হলে এর উপর থামলে পুনরাবৃত্তি করবে না

(৫) ওয়াকফে মুরাখখাস(ص): তার চিহ্ন হলো ص। আর এটা ওয়াকফে মুজাওয়াযের মতো।

প্রশ্ন: م - ط - ج - ز এবং ص ছাড়াও কুরআন মাজীদে আরো কয়েকটি চিহ্ন দেখা যায়। এগুলির মাঝে কী করতে হয়? উত্তর:

(ক) ق - ف এ দুটির মাঝে থামা উচিত।

(খ) وقفه - سكته এগুলোতে শ্বাস না ছেড়ে একটু থেমে সামনের দিকে পড়া উচিত।

(গ) তিনটি তিনটি করে পাশাপাশি দুইটি চিহ্ন থাকে যেগুলিকে “মুআনাকা” বলা হয় এই দুটি থেকে কোনো একটির উপর থামা উচিত।

প্রথমটিতে থামা যায়, দ্বিতীয়টিতেও থামা যায়, তবে একসাথে উভয়টিতে থামা যাবে না।

(ক) لا, যেখানে لا লিখিত আছে সেখানে থামবে না, থেমে গেলে পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

(খ) এসব চিহ্ন ছাড়া অন্যান্য চিহ্নগুলো যেখানে লাগানো হয়েছে صلي - صل ইত্যাদি। সেগুলোতে ইচ্ছা করলে থামতে পারবে, নাও থামতে পারবে।

আর যেখানে উপরে নিচে দুটি চিহ্ন লিখিত থাকবে, সেখানে যেটি উপরে লিখিত সেটির উপর আমল করবে।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদে সাকতা কতটি? এগুলোতে কী করতে হয়?

উত্তর: কুরআন মাজীদে সাকতা চারটি:

(i) সূরা কাহফের শুরুতে - عوجاً سাকতা قیما-

(ii) সূরা ইয়াসিনে - من مر قدنا سাকতা هذا -

(iii) সূরা ক্বিয়ামায় - من سাকতা راق-

(iv) সূরা মুতাফফিফীনে - ان سাকতা بل ۱۵

এই চার স্থানে শ্বাস ছাড়বে না; বরং একটু থেমে সামনের দিকে পড়তে থাকবে।



প্রশ্ন: ওয়াকফ কোথায় করতে হয়?

উত্তর: যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের অর্থ জানে না সে যেন এমন সকল স্থানে ওয়াকফ করে যে সব স্থানে আলামত (চিহ্ন) লাগানো রয়েছে। এ চিহ্ন সমূহ থেকে যার যে হুকুম রয়েছে, সে অনুযায়ী আমল করবে। প্রয়োজন ছাড়া এবং অস্থানে (স্থান ছাড়া) ওয়াকফ করবে না।

তবে আয়াতের মধ্যখানে শ্বাস শেষ হয়ে গেলে তা অপারগতা। অপারগতায় এমন হয়ে গেলে উচিৎ হলো,

যে শব্দে থেমেছে ওই শব্দ থেকে বা তার আগ থেকে পুনরাবৃত্তি করে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া উচিৎ।

এমন অপারগতার সময় খেয়াল রাখবে সে কোনো শব্দের মধ্যখানে যেন ওয়াকফ না হয়। বরং শব্দের শেষে যেন থামা হয়।

প্রশ্ন: হারাকাতযুক্ত হরফের উপর কিভাবে ওয়াকফ করা উচিত?

উত্তর: হারাকাতযুক্ত হরফে ওয়াকফ করার সময় তাকে সাকিন করতে হবে। কারণ হারাকাতের উপর ওয়াকফ করা ভুল। যেমন- اياك نُغْنِي এর মাঝে যদি ওয়াকফ করার প্রয়োজন হয় তবে ا কে সাকিন করতে হবে। ا এর পেশ উচ্চারণ করে ওয়াকফ করবে না।

প্রশ্ন: শ্বাস না ছেড়ে শব্দের শেষে শুধু সাকিন করলেই কি ওয়াকফ হয়ে যায় এবং এরকম করা কী?

উত্তর: শ্বাস না ছেড়ে শব্দের শেষে শুধু সাকিন করলেই ওয়াকফ হয় না।

যেমন- اياك نستعين এর উপর ওয়াকফের সময় নুনকে সাকিন করে শ্বাস না ছেড়ে اهدنا الصراط المستقيم পড়া শুরু করে দিলে ওয়াকফ হয় না। এরকম করা ভুল। এথেকে বেচে থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন: যে শব্দের উপর ওয়াকফ করা হবে তার শেষে যদি যবরের তানভীন হয়। বা গোল তা (ة) হয়, তবে কিভাবে ওয়াকফ করতে হয়?

উত্তর: যদি যবরের তানভীন হয় তবে ওয়াকফের অবস্থায় ওই তানভীনের জায়গায় আলিফে মাদ্দাহ পড়তে হয়।

যেমন- افوجاً এর উপর ওয়াকফ করলে افوجاً পড়তে হবে। আর فان كن نساء এর উপর ওয়াকফ করলে فان كن نساء পড়তে হবে।

যে শব্দের শেষে গোল তা হবে, ওয়াকফের সময় তাকে “হা” সাকিন পড়তে হবে। যেমন- اقيمو الصلوة কে ওয়াকফের সময় اقيمو الصلوة পড়তে হবে।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদের কোনো কোনো শব্দের শেষে যে আলিফ লিখিত রয়েছে। এ সকল আলিফকে কি পড়তে হয়?

উত্তর: কোরআনের শব্দ সমূহের শেষে লিখিত আলিফকে অধিকাংশ শব্দে পড়তে হয়।

কিন্তু কয়েকটি শব্দ এমন আছে যে, এগুলোর আলিফ মিলিয়ে পড়াবস্থায় পড়তে হয় না। শুধু ওয়াকফের অবস্থায় পড়তে হয়।

যেমন- الظنوننا এবং انا এর মাঝে। আর কোনো কোনো শব্দ এমনও রয়েছে যে, এগুলোর আলিফ কোনো অবস্থায়ও পড়া হয় না।

